mpbian.com
01320820854

সাধারণ জ্ঞান

GK Lecture-13

ABDULLAH AL FATIN

Live Primary & NTRCA

বাংলাদেশের সম্পদ

কৃষিজ সম্পদ

কৃষিশুমারি

- দেশে মোট কৃষিশুমারি হয়: ৬টি

সাল	বিশেষ তথ্য	সাল	বিশেষ তথ্য
১৯৬০	দেশের প্রথম কৃষিশুমারি (পূর্ব পাকিস্তান)	১৯৯৬	শুধু পল্লী এলাকায়
১৯৭৭	স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কৃষিশুমারি	২০০৮	দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ (শহর ও পল্লীতে) কৃষিশুমারি
১৯৮৩-১৯৮৪	শহর ও পল্লী এলাকার পৃথকভাবে	২০১৯	দেশের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ কৃষিশুমারি

৬ষ্ঠ কৃষিশুমারি- ২০১৯

❑ **পরিচালনায়ঃ** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)

❑ **পরিচালনা করা হয়ঃ** বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) নির্দেশনায়।

❑ **কৃষিশুমারি প্রতিবেদন অনুযায়ীঃ**

- মোট খানা : ৩ কোটি ৫৫ লাখ ৫২ হাজার ২৯৬টি
- গ্রামে খানা সংখ্যা : ২ কোটি ৯৭ লাখ ৫২ হাজার ৮৭৪টি
- শহরে খানা সংখ্যা : ৫৭ লাখ ৯৯ হাজার ৪২২টি
- সর্বোচ্চ ভূমিহীন খানা রয়েছে : ঢাকা বিভাগে (১৮.৬৫%)
- ৫ সর্বোচ্চ মৎস্যজীবী খানা রয়েছে : বরিশাল বিভাগে (৮.৮৬%)

Rome, Italy

Rome was not built in a day.

বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান- ২০২৩

বাদ

বাংলাদেশের কৃষি/ফসলি জমি	পরিসংখ্যান
আবাদযোগ্য জমি	৮৮.২৯ লক্ষ হেক্টর
আবাদযোগ্য পতিত জমি	৪.৫২ লক্ষ হেক্টর
ফসলের নিবিড়তা	১৯৮%
নিট ফসলি জমি	৮১.২৬ লক্ষ হেক্টর

[সূত্রঃ কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০২৩/ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

❑ **বাংলাদেশের চাষীদের ৫ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা-**

চাষী	মাথাপিছু জমি	চাষী	মাথাপিছু জমি
ভূমিহীন চাষী	০.০ - ০.০৪৯ একর	প্রান্তিক চাষী	০.০৫ ১.৪৯ একর

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কৃষি

- কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্তঃ কৃষি, বনজ এবং মৎস্যসম্পদ

২০২৩-২৪ অর্থবছর	
কৃষি, বনজ ও মৎস্য সম্পদ	**: ১১.১৯%**
ক. শস্য ও শাকসবজি	: ৫.২৯
খ. প্রাণিসম্পদ	: ১.৮৩
গ. বনজসম্পদ	: ১.৭১
ঘ. মৎস্য সম্পদ	: ২.৩৬
কৃষিখাতে মোট অবদান	: ১১.১৯%

[সূত্রঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

কৃষিপণ্য (Agricultural Products)

- প্রধান উৎপাদিত কৃষিজ ফসলগুলো হলো- ধান, পাট, চা, গম, আখ, আলু, তামাক, ডাল, মসলা, ফল ইত্যাদি।
- কৃষিখাতে প্রধান রপ্তানি পণ্য হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি।

খাদ্যশস্য	২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে উৎপাদন
[**] আউশ	২৯.৭২ লাখ মে.টন
[*] আমন	১৬৬.৫৬ লাখ মে.টন
[***] বোরো	২২৪.৩২ লাখ মে.টন
মোট চাল	**৪২০.৬১ লাখ মে.টন**
গম	১১.৭২ লাখ মে.টন
ভুট্টা	৬৮.৮৪ লাখ মে.টন
মোট খাদ্য উৎপাদন	**৫০১.১৭ লাখ মে.টন**

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪]

কৃষিপণ্য (Agricultural Products)

- পণ্য বা দ্রব্য উৎপাদনের ভিত্তিতে ফসলকে ০২ ভাগে ভাগ করা যায়- খাদ্যা শস্য ও অর্থকরী ফসল।

খাদ্য-শস্য (Food Crops)	অর্থকরী ফসল (Cash or Commercial Crops)
➢ **উদাহরণ**: ধান, গম, ডাল (ছোলা, মসুর, মুগ) তৈলবীজ (রাই, সরিষা, তিল), ভুট্টা, যব ইত্যাদি।	➢ **উদাহরণ**: পাট, চা, আখ, তামাক, রেশম, রাবার তুলা ইত্যাদি (প্রধান অর্থকারী ফসল পাট)।

- রুটির ঝুড়ি: কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, খাদ্যশস্য উৎপাদন পর্যাপ্ত হলে তাকে রুটির ঝুড়ি বলা হয়। সেক্ষেত্রে নওগাঁ জেলাকে রুটির ঝুড়ি বলা হয়। অপরদিকে, অনেকের মতে গম উৎপাদনে শীর্ষ জেলাকে রুটির ঝুড়ি বলা হয়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের রুটির ঝুড়ি বলা হয় ঠাকুরগাঁও জেলাকে। বিশ্বের রুটির ঝুড়ি → UKRAINE

[অপশন দেখে উত্তর করবেন। প্রশ্নোত্তরে নওগাঁ না থাকলে ঠাকুরগাঁও দাগাবেন। দুটোই থাকলে নওগাঁ দাগাবেন]

বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনের মৌসুম

❑ ফসল উৎপাদনের জন্য সারা বছরকে ২টি মৌসুমে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. রবি মৌসুম এবং

২. খরিপ মৌসুম

মৌসুম	সময়কাল	ফসলের নাম
রবি মৌসুম	**বাংলাঃ** কার্তিক-ফাল্গুন [শীতকালে রোপন-গ্রীষ্মকালে উত্তোলন]	ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, গাজর, লাউ, শিম, টমেটো, বোরো ধান, গম, আলু ও সরিষা।
খরিপ মৌসুম	**খরিপ-০১ঃ** চৈত্র-আষাঢ় [গ্রীষ্মকালীন শস্য]	পুঁইশাক, মিষ্টি কুমড়া, করলা, পটল, কাকরোল, বরবটি, ঢেঁড়শ, আউশ ধান, পাট প্রভৃতি।
	খরিপ-০২ঃ শ্রাবণ- আশ্বিন	আমলকি, জলপাই, তাল, বাতাবি লেবু, আমন ধান প্রভৃতি।

[সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন]

ধান

- বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য- ধান।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়- বোরো ধান।
- বাংলাদেশে ধান চাষ করা হয় মোট আবাদি জমির- ৭০ ভাগে।
- সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয়- ময়মনসিংহ জেলায়।
- BRRI- Bangladesh Rice Research Institute.
- BARI- Bangladesh Agriculture Research Institute.
- IRRI- International Rice Research Institute.
- BTRI- Bangladesh Tea Research Institute.
- BJRI- Bangladesh Jute Research Institute.
- BADC- Bangladesh Agricultural Development Corporation
- BADC- হলো প্রধান বীজ উৎপাদনকরী সরকারি প্রতিষ্ঠান।
- IRRI প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬০ সালে, অবস্থিত- ম্যানিলা, ফিলিপাইন।
- BRRI প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭০ সালে, অবস্থিত- গাজীপুরের জয়দেবপুরে।
- BARI প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৬ সালে, অবস্থিত- গাজীপুরের জয়দেবপুরে।

বাংলাদেশের উচ্চফলনশীল (উফশী) ধানের জাত

ধানের জাত	তথ্যকণিকা
বিআর-২	ধানটির জনপ্রিয় নাম মালা। এ ধানের মুড়ি খুব ভালো হয়।
বিআর-৪	ব্রিশাইল নামেও পরিচিত।
ব্রি-২৮	বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী।
ব্রি-৩৩	উত্তরবঙ্গের মঙ্গা এলাকার জন্য উপযোগী ধান।
ব্রি-৪০, ব্রি-৪১	উপকূলের লবণাক্ত এলাকায় চাষের উপযোগী।
ব্রি-৫০	বাংলামতি নামেও পরিচিত। বাংলামতি এক ধরনের সুগন্ধিজাতীয় ধান।
ব্রি-৫৬, ব্রি-৫৭	খরা প্রবণ এলাকায় চাষ করা হয়।

পাট

- সোনালি আঁশ বলা হয়- পাটকে।
- বাংলাদেশের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত- ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরের মানিক মিয়া এভিনিউয়ে।
- বাংলাদেশের পাট গবেষণা বোর্ড অবস্থিত- মানিকগঞ্জে।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার নাম- IJO (Intenrational Jute Organization) → পূর্বনাম
- পাট বেশি জন্মে- ফরিদপুরে।
- পাট উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম দেশ- ভারত।
- পাট রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- বাংলাদেশ।
- ডান্ডি শহরটি অবস্থিত- স্কটল্যান্ডে।
- প্রাচ্যের ডান্ডি বলা হয়- নারায়ণগঞ্জকে।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থার দপ্তর অবস্থিত- ঢাকায়।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা বিলুপ্ত হয়- ২০০০ সালে।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) এর পরিবর্তিত নাম- IJSG.
- IJSG প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০২ সালে।

IJSG → International Jute Study Group (2002)

চা

- বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল- চা।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ চা বাগান- মৌলভীবাজার। ✓
- বাংলাদেশের অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে- পঞ্চগড় জেলায়। ✓
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চা চাষ শুরু হয়- ১৮৪০ সালে। ✗
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয়- ১৮৫৭ সালে। ✗
- বাংলাদেশে প্রথম চা বাগান- সিলেটের মালনিছড়া। ✓
- বাংলাদেশে মোট চা বাগান- ১৬৮টি ✓ → updated Info. (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ চা বোর্ড: ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

মৌলভীবাজার	৯০টি	রাঙামাটি	২টি
হবিগঞ্জ	২৫টি	পঞ্চগড়	৮টি
চট্টগ্রাম	২২টি	ঠাকুরগাঁও	১টি
সিলেট	১৯টি	খাগড়াছড়ি	১টি

ফসল উৎপাদনে শীর্ষ জেলা

ফসল	উৎপাদনে শীর্ষ জেলা
ধান	ময়মনসিংহ
চা	মৌলভীবাজার, সিলেট
তুলা	ঝিনাইদহ
রাবার	কক্সবাজার
রেশম	রাজশাহী
আলু	মুন্সিগঞ্জ
পেঁয়াজ	পাবনা

❑বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি.......

উৎপাদিত কৃষি পণ্য (মূল্য পরিমাপে)	ধান
উৎপাদিত ধান	বোরো
উৎপাদিত হরি ধান	মালা ইরি
চাল কল	নওগাঁ
রেশম চাষ	রাজশাহী
ফুলের চাষ	ঝিকরগাছা যশোর
তুলা চাষ	যশোর
গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ	গ্যাস

উন্নতমানের ফসল ও ফসলের জাত

ফসলের নাম	ফসলের জাত
ধান	চান্দিনা, বিপ্লব, ব্রি বালাম, ব্রিশাইল, ইরাটম, দুলাভোগ, আশা, সুফলা, প্রগতি, সোনার বাংলা, ময়না, মোহিনী, মঙ্গল, হাসি, নিজামী, নিয়ামত, কিরণ, দিশারী, রহমন, গাজী
	ইরি-৮: উচ্চফলনশীল জাতের (উফশী) ধান বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আমদানি করা হয় এবং তা এখনও এদেশে চালু আছে।
	হরিধান: দেশজ নতুন জাত। যেমন: মালা ইরি। ঝিনাইদহের হরিপদ কাপালী এর আবিষ্কারক।
	নারিকা-১: উগান্ডা থেকে আনা খরা সহিষ্ণু ধান।
গম	অঘ্রাণী, সোনালিকা, বলাকা, দোয়েল, আনন্দ, আকবার, কাঞ্চন, বরকত, সুফী, বিজয়, প্রদীপ।
ভুট্টা	উত্তরণ, বর্ণালী, শুভ্র
সরিষা	সফল, অগ্রণী
তুলা	রূপালী ও ডেলফোজ
তামাক	সুমাত্রা, ম্যানিলা

উন্নতমানের ফসল ও ফসলের জাত

ফসলের নাম	ফসলের জাত
মরিচ	যমুনা
পুঁই শাক	সবুজ, চিত্রা
টমেটো	মিন্টু, বাহার, মানিক, রতন, ঝুমকা, সিঁদুর, শ্রাবণী
আলু	ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী, সিন্দুরী
বাধাঁকপি	গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়াই ক্রস, গ্রীন এক্সপ্রেস, ড্রামহেড, এটলাস-৭০
তরমুজ	পদ্মা, মধুবালা (হলদে জাতের তরমুজ)
আম	মহানন্দা, মোহনভোগ, লেংড়া, গোপালভোগ, হাড়িভাঙ্গা, ইলামতি, ফজলি
কলা	অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, বীট জবা, অমৃতসাগর, সিংগাপুরী
বেগুন	ইওরা, শুকতারা, তারাপুরী, নয়নতারা
মিষ্টি কুমড়া	হাজী ও দানেশ

বনজ সম্পদ

- বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ- ২৫ লক্ষ হেক্টর বা ২৫ হাজার বর্গ কি. মি. ।
- বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ- ০২ হেক্টর।
- FAO-২০২২ এর মতে, বাংলাদেশের মোট ভূমির বনভূমি রয়েছে- ১৪.১% ।

প্রয়োজনীয় বনভূমি রয়েছে- ৭টি জেলায়	
➢ খুলনা ➢ সাতক্ষীরা ➢ বাগেরহাট ➢ চট্টগ্রাম	➢ রাঙ্গামাটি ➢ বান্দরবান ➢ কক্সবাজার

বিভিন্ন গাছের ব্যবহার

গাছ	ব্যবহার	গাছ	ব্যবহার
সেগুন	আসবাবপত্র তৈরিতে	গরান	ছাল থেকে রং প্রস্তুত করা হয়
গর্জন	রেল লাইনের স্লিপার তৈরিতে	ধুন্দল	পেন্সিল তৈরিতে
শাল	বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি	বাঁশ	কাগজ কলের কাঁচামাল
গামারী	নৌকা তৈরিতে	গেওয়া	বাক্স ও দিয়াশলাই

সুন্দরবন

সুন্দরবনের মোট আয়তন	১০,০০০ বর্গ কি.মি. বা ১,৩৯,৫০০ হেক্টর।
বাংলাদেশ অংশের আয়তন	৬২% (৬০১৭ বর্গ কি.মি. বা ২৪০০ বর্গমাইল)। Check
ভারতীয় অংশের আয়তন	৩৮% (৩,৯৮৩ বর্গ কি.মি.)।

- সুন্দরবন দিবস- ১৪ ফেব্রুয়ারি।
- সুন্দরবনের সাথে জড়িত নদী- রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা, শ্যালা।
- সুন্দরবনে ৩টি অভয়ারণ্য- কটকা, দক্ষিণ নীলকমল ও পশ্চিম মান্দার বাড়িয়া।
- বাঘ গণনায় ব্যবহৃত পদ্ধতির নাম- ক্যামেরা ট্রাপিং (পূর্বে ছিল- পাগমার্ক পদ্ধতি)।
- সুন্দরবন রামসার সাইটের অন্তর্ভুক্ত হয়- ১৯৯২ সালে (৫৬০তম)।

সুন্দরবনকে স্পর্শ করেছে ৫টি জেলা		
➤ সাতক্ষীরা	➤ খুলনা	➤ বাগেরহাট
➤ পটুয়াখালী	➤ বরগুনা	

রাতারগুল জলাশয়

বাংলার আমাজন ও সিলেটের সুন্দরবন হিসেবে পরিচিত রাতারগুল জলাশয়। সিলেটের গোয়াইনঘাট এলাকার ফতেহপুর ইউনিয়নের গোয়াইন নদীতে এই জলাশয় অবস্থিত। স্থানীয় ভাষায় মোর্তা বা পাটি গাছ 'রাতা' নামে পরিচিত। সেই রাতা গাছের নাম অনুসারে এই বনের নাম রাতারগুল।

মৎস্য সম্পদ

ইলিশ উৎপাদনে	মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে	চাষের মাছ উৎপাদনে	স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে
১ম	২য়	৫ম	২য়

[সূত্র: FAO, ২০২৩]

বিশ্বের মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রতিবেদন- ২০২৪

স্বাদু বা মিঠাপানির মাছ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ

দেশ	উৎপাদন (হাজার টন)
০১. ভারত	১,৮৯০
০২. বাংলাদেশ	১,৩২২
০৩. চীন	১,১৬৬

সামুদ্রিক মাছ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ

দেশ	উৎপাদন
০১. চীন	২০ মিলিয়ন টন
১৪. বাংলাদেশ	২৪৭ হাজার টন

- ❑ ক্রাস্টাশিয়ান্স (খোলসযুক্ত মৎস্য প্রাণী যেমন: চিংড়ি, লবস্টার ইত্যাদি) উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন এবং বাংলাদেশের অবস্থান- ৮ম
- ❑ বদ্ধ জলাশয়ে চাষ করা মাছ উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন, বাংলাদেশের অবস্থান- ৫ম

জাতীয় মাছ ইলিশ

- ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে- প্রথম *[দ্বিতীয়: ভারত, তৃতীয়: মিয়ানমার]*
- বিশ্বে ইলিশ উৎপাদিত হয়- ১১টি দেশে
- বাংলাদেশে সরবরাহ হয় বিশ্বের মোট ইলিশের- ৮৬%
- বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের মধ্যে ইলিশের পরিমাণ- প্রায় ১২ শতাংশ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪)
- মোট দেশজ উৎপাদনে (GDP) ইলিশের অবদান- ১% এর অধিক
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উৎপাদন- ৫.৩০ লাখ টন
- ইলিশের পোনাকে বলা হয়- জাটকা
- বর্তমানে যে ইলিশ পোনাকে জাটকা হিসেবে গণ্য করা হয়- ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারের নিচে
- ইলিশ উৎপাদনে শীর্ষ বিভাগ ও শীর্ষ জেলা- বরিশাল ও ভোলা

"ইলিশের বাড়ী ভোলা" .... মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

- [redacted] নদী বা সমুদ্রের যে স্থানে ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ সে স্থানকে বলা হয়- ইলিশের অভয়াশ্রম। অভয়াশ্রমের সংখ্যা- ৬টি।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

- জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ- ৮ মাস
- মা ইলিশ রক্ষায় ইলিশ ধরা নিষেধ থাকে-১৪ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর ২২ দিন
- প্রতি বছর সামুদ্রিক মাছের বাধাহীন প্রজনন ও সংরক্ষণে সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়- ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত

বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI)

- প্রতিষ্ঠা: ১৯৮৪
- অবস্থান: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন

কেন্দ্রের নাম	অবস্থান	কেন্দ্রের নাম	অবস্থান
স্বাদু পানির মৎস্য কেন্দ্র	ময়মনসিংহ	সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র	কক্সবাজার
লোনা পানির মৎস্য কেন্দ্র	খুলনা	চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র	বাগেরহাট
নদীর মৎস্য কেন্দ্র	চাঁদপুর	মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি	সাভার, ঢাকা

- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (Bangladesh Fisheries Development Corporation- BFDC)- মতিঝিল, ঢাকা
- মেরিন ফিশারিজ একাডেমি (Marine Fisheries Academy)- চট্টগ্রাম।

চিংড়ি

- বাংলাদেশে বাগদা চিংড়ি বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু হয়- ১৯৭৬ সাল থেকে
- চিংড়ি চাষের জন্য প্রসিদ্ধ জেলা হচ্ছে- সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, কক্সবাজার, নোয়াখালী।
- বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে বলা হয়- "White Gold"
- চিংড়ি চাষে প্রসিদ্ধ বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলকে বলা হয়- বাংলাদেশের কুয়েত।
- সমুদ্র তীরবর্তী সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড- চিংড়ি মাছের চাষ

স্বাদু পানিতে চাষ হয়	লোনা পানিতে চাষ হয়
গলদা চিংড়ি	বাগদা চিংড়ি

প্রাণি ও প্রাণিজ সম্পদ

- 'ব্ল্যাক কোয়াটার' হল- গবাদিপশুর রোগ।
- বাংলাদেশের অতিথি পাখি আসে- সাইবেরিয়া থেকে।
- বাংলাদেশের গোচারণের জন্য 'বাথান' আছে- বৃহত্তর পাবনা জেলায়।
- 'বাংলাদেশ গবাদিপশু গবেষণা ইনস্টিটিউট' অবস্থিত- ঢাকার সাভারে।
- বাংলাদেশের প্রথম কুমির প্রজনন কেন্দ্র- ময়মনসিংহের ভালুকায়।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রজনন কেন্দ্র/খামারের অবস্থান	
ছাগল প্রজনন কেন্দ্র	টিলাগড়, সিলেট
মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার	বাগেরহাট
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার	সাভার, ঢাকা
কেন্দ্রীয় মুরগি খামার	মিরপুর, ঢাকা
কেন্দ্রীয় হাঁস প্রজনন খামার	নারায়ণগঞ্জ
কুমির প্রজনন কেন্দ্র	ভালুকা, ময়মনসিংহ
হরিণ প্রজনন কেন্দ্র	ডুলাহাজরা, কক্সবাজার

পানি সম্পদ

- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়- গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
- আর্সেনিক নির্মূলে বাংলাদেশেকে যে সংস্থা সাহায্য প্রদান করে- বিশ্বব্যাংক। WB → HQ → [illegible] DC
- বৃষ্টির পানিতে যে ভিটামিন থাকে- ভিটামিন 'বি'।
- **WHO**-এর মতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা- ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার। mg/L or ppm; 0.05 ppm → parts per million; HQ → Geneva
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত আর্সেনিকের মাত্রা- ১.০১ মিলিগ্রাম/লিটার।
- বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে- ১৯৯৩ সালে (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়)।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা- চাঁদপুর।
- বাংলাদেশে মোট আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা- ৬১ টি।
- আর্সেনিক মুক্ত জেলা- ৩টি (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি)।

বিদ্যুৎ শক্তি

- ১৯০১ সালে আহসান মঞ্জিলে ঢাকায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন শুরু হয়।
- বাংলাদেশে সাবমেরিন ক্যাবলের (১৬ কি. মি.) সাহায্যে প্রথম বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয় চট্টগ্রামের সন্দীপে ২০১৮ সালে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	
ভাসমান বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র	➢ **বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়-** খুলনায় (১৯৯৮)। ➢ **খুলনা বার্জমাউন্টেড হলো-** বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের প্রথম বার্জমাউন্টেড। ➢ **'বিজয়ের আলো' হলো-** সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বাঘাবাড়িতে অবস্থিত ভাসমান বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	➢ **অবস্থান-** দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ভবানীপুরের বড়পুকুরিয়ায়। ➢ দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ➢ **উৎপাদনে ব্যবহার করে-** বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে উত্তোলিত কয়লা।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	
মাতারবাড়ি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	➢ **অবস্থান-** মাতারবাড়ি, মহেশখালী, কক্সবাজার। ➢ **প্রকল্পের নাম-** মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিকিটক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট। ➢ **আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায়-** জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)। ➢ **কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।**
রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	➢ **অবস্থান-** রামপাল, বাগেরহাট। ➢ **প্রকল্পের নাম-** ২ × ৬৬০ মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট। ➢ ২০১৩ সালে ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	➢ **বাংলাদেশের প্রথম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়-** রায়পুরা, নরসিংদী। ➢ **বাংলাদেশের প্রথম সরকারি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত-** কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি। ➢ **দেশে সর্ববৃহৎ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত-** 'তিস্তা সোলার লিমিটেড' (সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা)।

বিদ্যুৎ শক্তি

দেশের গুরুত্বপূর্ণ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	
কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	➢ **অবস্থান-** কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি। ➢ **বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।** ➢ **বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে-** কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে। ➢ **কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা-** ২৩০ মেগাওয়াট। ➢ **নোটঃ** কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি তৈরি করতে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ দেওয়া হয়। এর ফলে 'কাপ্তাই হ্রদের' সৃষ্টি হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রটি জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে।
বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	➢ **বাংলাদেশে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে-** ৩টি ➢ **ফেনীর সোনাগাজীতে** ➢ **চট্টগ্রাম জেলায়** ➢ **কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায়**

বিদ্যুৎ শক্তি

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থান			
কেন্দ্র	অবস্থান	কেন্দ্র	অবস্থান
ঘোড়াশাল	নরসিংদী	বড়পুকুরিয়া	দিনাজপুর
রাউজান	চট্টগ্রাম	শাহজিবাজার	সিলেট
আশুগঞ্জ	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঘাবাড়ি	সিরাজগঞ্জ
টঙ্গী	গাজীপুর	মেঘনাঘাট	নারায়ণগঞ্জ
সিদ্ধিরগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	কাপ্তাই	রাঙামাটি